অ প্র কা শি ত চি ঠি প ত্র

দীপাকে শ্যামল

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

KOBI PROKASHANI

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদনা : বিভূতিভূষণ মণ্ডল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Aprokashita Chithipotra by Shyamal Gangapadhyay edited by Bibhuti Bhusan Mondal Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: April 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-1-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

সম্পাদনা-প্রসঙ্গে ৯

পত্রাবলি ১৭

পরিশিষ্ট-১

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল ১২৫

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি ১৩৭

পরিশিষ্ট-২

চিত্তরঞ্জন মল্লিককে লেখা চিঠি ১৪৬

জীবনবৃত্তান্তমূলক টীকা ১৪৮

পরিশিষ্ট-৩

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি ১৫৫

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি ১৫৭

সম্পাদনা-প্রসঙ্গে

পাঠকের কাছে একজন লেখকের চিঠি তাঁর লেখার চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বেশিই। একজন লেখক চিঠির ভাষায় নিজেকে যতখানি আড়ালহীনভাবে এবং অকপটে মেলে ধরেন ততখানি তাঁর লেখায় অনেক সময় প্রকাশ না-ও করতে পারেন। তা ছাড়া একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এবং ব্যক্তিমানস সম্পর্কে জানার জন্য চিঠির মতো বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য মাধ্যমও আর হয় না। সে কারণে একজন লেখকের চিঠি তাঁর সাহিত্যকর্ম অনুধাবন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। লেখকজীবনের অনেক অজানা কথা এই চিঠি থেকেই পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর, রাজনীতি-অর্থনীতির পরিস্থিতি, দেশ-সমাজ-পৃথিবীর পটপরিবর্তনের চিত্রও জানা যায়। ফলে চিঠিগুলো হয়ে ওঠে কালের স্মারক কিংবা সময়ের দলিল। এই কথাগুলো মনে রেখেই বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-২০০১) অপ্রকাশিত কিছু চিঠি প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হলো।

খুলনার ভূমিপুত্র, দেশভাগের পর চিরতরে খুলনা ছেড়ে গিয়ে আমৃত্যু খুলনা-বিরহে কাতর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই চিঠিগুলো লিখেছেন আরেক খুলনা-দুহিতা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (জ. ১৯৪৭)। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ একটি পরিবারের প্রধান, খুলনার বিশিষ্ট নাট্যজন এবং বাচিকশিল্পী লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং *পথের পাঁচালী* সিনেমায় হরিহর চরিত্রের অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যের

ছাত্রী, পরবর্তীকালে সরকারি কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ। খুলনার দেশবিখ্যাত সরকারি ব্রজলাল কলেজের ইংরেজি বিভাগে তিনিই প্রথম নারী-অধ্যাপক এবং নারী-বিভাগীয় প্রধান। সংস্কৃতিবান পিতার স্নেহচ্ছায়ায় দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই উন্নত ও পরিশীলিত রুচি, সৌন্দর্যচেতনা এবং শিল্প-সাহিত্যে গভীর বোধ নিয়েই বেড়ে উঠেছেন। নিজেকে সমর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের গানে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের প্রথম শ্রেণির সংগীতশিল্পী ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী জীবনের দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে কণ্ঠযোদ্ধা হিসেবে জাতির ক্রান্তিলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপনার পাশাপাশি গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। *নহি নটী নহি শুধু দাসী*, *গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি*, *খুলনা একাত্তর : আমার মুক্তিযুদ্ধ*, *নবজাগরণের আলো : কতিপয় প্রবন্ধ* প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি। *দেশ* পত্রিকা পাঠের সুবাদে ষাট-সত্তরের দশকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর। গল্পপাঠের মুগ্ধতা নিয়ে পড়েন তাঁর উপন্যাসও। সেখানেও একই রকম চমৎকারিত্ব। সব পাঠকেরই প্রিয়-লেখক সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। আগ্রহী পাঠক কখনো কখনো লেখককে চিঠিও লেখেন। কিন্তু দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লেখার সূচনাপর্বটি এমন ছিল না। তাঁদের প্রথম দেখা হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে, ১৯৭১ সালে। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় শরণার্থী জীবনযাপন করছেন। তিনি লিখেছেন : 'ফিরোজার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের ঘরে গিয়ে দেখি চেয়ারে দুজন ভদ্রলোক পাশাপাশি বসে আছেন। *আনন্দবাজার* পত্রিকা থেকে তারা এসেছেন। সময়টা জুলাই বা আগস্ট মাস, বর্ষাকাল। শ্যামল গাঙ্গুলীর পায়ে রাবারের পাম্প-সু। ছাতিটা চেয়ারের পাশে ঝোলানো। গোলাম মুরশিদ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি খুলনা থেকে এসেছি জানতে পেরে তাঁর স্মৃতির শহর যেন তাঁর ভেতরে কথা বলে উঠল। খুলনাকে যেখানে যেমনটি দেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমন আছে কি না

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইলেন (শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল, *নহি নটী নহি শুধু দাসী*, পৃ. ৯৭-৯৮)।' কলকাতাবাসপর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার আর দেখা-সাক্ষাৎ বা কোনো যোগাযোগ হয়নি। অধ্যায়টি এখানেই চুকে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি।

উনিশশ তিয়াত্তর বা চুয়াত্তর সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* পত্রিকা বাংলাদেশের এক একটি জেলার ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। খুলনা জেলার দায়িত্ব পড়েছিল দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অকালপ্রয়াত প্রকৌশলী ও কবি মিলন মাহমুদের ওপর। ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি লেখা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চিঠির প্রত্যুত্তর দেননি দেখে একাত্তরের সামান্য পরিচয়ের সূত্র উল্লেখ করে চিঠি লিখলেন দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হলো দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে পত্র-যোগাযোগের সূচনা। তারপর চিঠিতে চিঠিতে পেরিয়ে গেল সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর। কিন্তু দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন এতগুলো বছর ধরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একের পর এক চিঠি লিখে গেছেন? চিঠিগুলো পড়লে মনে হয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল একজন মানুষ বা মানবী নন। তাঁর দৃষ্টিতে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন খুলনারই একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তিনি যেন হারিয়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে ফেলা খুলনাকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। খুলনা শহরের ভূগোল, মানচিত্র, খুলনার হাসি-কান্না-আলো-ছায়া, খুলনার মেঘ-বৃষ্টি-শিশির-শরৎ-হেমন্ত সবকিছু মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। তাই দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন কখনো বোনের ভালোবাসা, কখনো মায়ের আশ্রয়, কখনো প্রেমিকার অধিকার, কখনো বন্ধুর সাহচর্য। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়ে তিনি যেন তাঁর স্মৃতির খুলনা, স্বপ্নের খুলনাকে ফিরে পেয়েছিলেন। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও লিখেছেন : 'কবি-সাহিত্যিকেরা সৃষ্টির প্রয়োজনে

নানা সম্পর্কে জড়িয়ে জীবনের গভীর, বিচিত্র রহস্য, জটিলতা, সত্য ও সুন্দরকে তুলে আনার চেষ্টা করেন। হয়তো আমি তেমনই কিছু। হয়তো তাঁর স্বপ্নের শহর, স্মৃতির শহর খুলনা সম্পর্কের সেতু রচনা করেছিল আমার মধ্যে (লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি, *কালি ও কলম*, ২০০৮, পৃ. ৬২)।'

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কি কেবল লেখক-পাঠকের? কেবলই স্নেহের? নাকি মানসপ্রতিমার? নাকি এসবের বাইরে বা ঊর্ধ্বে আরও কোনো কিছু? চিঠির সম্বোধনে কখনো 'দীপা', কখনো 'স্নেহের দীপা', কখনো 'দীপা গো দীপা', কখনো 'দীপা সোনা' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এইসব সম্বোধন দুজনের সম্পর্কের মধ্যে নানামাত্রিক অস্তিত্ব ও উপস্থিতির আভাস দেয়। সেই বিচারে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সত্তা ও কল্পনা নিয়ে বিরাজ করেন। কখনো বিশেষ কোনো সত্তার স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে, কখনো আবার সকল সত্তা মিলেমিশে একই সত্তায় লীন হয়ে যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নিজের অবস্থান নির্ণয় এবং চিঠিগুলোর অভিধা শনাক্ত করতে গিয়ে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'শ্যামল গাঙ্গুলীর লেখাকে যেমন ট্রাজেডি বা কমেডি বলে বিভাজিত করা যায় না, চিঠিগুলোকেও তেমনি প্রেমপত্র কিংবা অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করা যাবে না। তাঁর চিঠি তাঁর মতোই। লুকোচুরি নেই, আড়াল নেই, ছল কিংবা ছলনা নেই, জীবনের সত্য উপলব্ধির বিরাগের উচ্চারণ। এক নারীকে দীর্ঘদিন চিঠি লিখে যাচ্ছেন, সে তো তাকে ভালোবাসেন বলেই। সূর্যের মতো যা সত্য, সকালের মতো যা সুন্দর, তাকে আড়াল করার কী দরকার। ভালোবাসা তো পাপ নয়। জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তো তিনি মানুষকেও ভালোবাসতে পেরেছিলেন (লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি, *কালি ও কলম*, ২০০৮, পৃ. ৬৩)।' তিনি আরও লিখেছেন : 'তিনি বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, শিক্ষক। চিঠিতে আমার জন্য থাকত উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ, কখনো ধমক, শাসন আর অবশ্যই স্নেহ, শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা (লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি, *কালি ও কলম*, ২০০৮,

পৃ. ৬২)।' দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে একটি উপন্যাস লেখার কথাও ভেবেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। সে যাই হোক সংগৃহীত চিঠিগুলো পরপর সাজালে, অবশ্য পরপর সাজানোও কঠিন কেননা প্রথম দিকের কোনো কোনো চিঠিতে তারিখ নেই, চিঠি লেনদেনের ধারাবাহিকতা এবং চিঠির জবাবের মধ্যে প্রাসঙ্গিক একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করা সহজ এবং সম্ভব হয়। ধারণা করা যায়, হয়তো সবগুলো চিঠি সংরক্ষিত হয়নি কিংবা যথাসময়ে সব চিঠির জবাব পাওয়া যায়নি কিংবা একই চিঠিতে একাধিক চিঠির জবাবও লেখা হয়েছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এই চিঠিগুলোর পাশাপাশি যদি দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিগুলো রাখা যেত তাহলে চিঠির বক্তব্য এবং অর্থ পরিষ্কার হতো। সাধারণত দুই পক্ষের চিঠি এইভাবে একসাথে পাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কোনো কোনো চিঠি কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে লেখা। সে কারণে দেখা যায় তিনি কোনো চিঠি লিখেছেন ছোট পোস্টকার্ডে কিংবা অতি সাধারণ কাগজে—অর্থাৎ হাতের কাছে যেমন কাগজ পেয়েছেন চিঠি লিখতে তা-ই ব্যবহার করেছেন। আবার কোনো চিঠি লিখেছেন নিজস্ব প্যাডে। সেই চিঠি বেশ গুছিয়ে এবং সময় নিয়ে লেখা। হস্তাক্ষর একই মাপের। লাইনগুলো সমান ও সমান্তরাল। কাটাকুটিহীন। পরিষ্কার। পরিচ্ছন্ন। আবার কোনো চিঠি খুব দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ে লেখা। অক্ষরগুলো বেশ ক্ষুদ্র। প্যাঁচানো। কোনো অক্ষর পূর্ণ অবয়বহীন। আংশিক। বাক্যগুলো সমান ও সমান্তরাল নয়। কোনো চিঠিতে তারিখ নেই। স্থাননাম আছে। কোনো চিঠিতে স্থাননাম নেই। তারিখ আছে। এটা ইচ্ছাকৃত না অনবধানবশত বোঝা মুশকিল। তবে চিঠিগুলো যেভাবেই লেখা হোক না কেন লেখকের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা এবং প্রাণস্পর্শের ঘাটতি নেই। চিঠিগুলো নিতান্তই ব্যক্তিগত কিংবা কেবলই দুজনের। সে জন্যই বোধহয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন : 'চিঠিগুলো আমার মৃত্যুর পর ছাপতে দিও।' ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সাথে সময় ও সমকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে। তা

ছাড়া ব্যক্তি শ্যামল, লেখক শ্যামল, মানুষ শ্যামল, প্রেমিক শ্যামল, স্বামী শ্যামল, পিতা শ্যামল, শ্রোতা শ্যামল, পাঠক শ্যামল, সমঝদার শ্যামল, সমালোচক শ্যামল—নানান শ্যামলের একটি মালা গাঁথা হয়েছে এই চিঠির কুসুমে। চিঠিতে অস্পষ্ট কিংবা দুষ্পাঠ্য শব্দ বাদ দিয়ে [...] চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কোনো অংশ বাদ দেওয়া উচিত কি না, দিলেও তা কতটুকু উচিত, কীভাবে দেওয়া উচিত—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেও কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চিঠি-প্রাপক অবিকল চিঠিগুলো প্রকাশের চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার মতে, চিঠির কোনো অংশ বাদ দিলেই তো আর সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না, বাস্তবতা তো আর অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া দীর্ঘকালের পত্রালাপ তো কোনো না কোনো একটি বন্ধন বা সম্পর্ক ছাড়া চলতে পারে না। সুতরাং চিঠিতে যা ছিল অবিকল তা-ই রাখা হলো। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব বানানরীতি অক্ষুণ্ন এবং অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশজুড়ে রয়েছে তাঁর নিজেরই জীবনকথা অর্থাৎ সেগুলো তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা। চিঠির কোনো কোনো প্রসঙ্গ, আভাস বা ইঙ্গিত তাঁর আত্মজৈবনিক গল্প বা উপন্যাসের সাথে কোথাও কোথাও মিলে যায় কিংবা উপন্যাসকে মনে করিয়ে দেয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠির জবাবে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় কী লিখেছিলেন কিংবা দীপা বন্দ্যোপাধায়ের কোন চিঠির উত্তরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কোন চিঠিখানি লিখেছিলেন আজ আর সেটা নিরূপণ করার উপায় নেই। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে কী বিষয় ও বক্তব্য ছিল আজ আর তা জানা না গেলেও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁকে মূল্যায়ন করে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় *সংবাদ সাময়িকী*তে 'শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল' এবং *কালি ও কলম* পত্রিকায় 'লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি' নামে দুটি স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি তাঁর *নহি নটী নহি শুধু দাসী* (২০০৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পাঠকের কৌতূহল নিবারণে এবং সংকলিত চিঠিগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক মনে করে প্রবন্ধ দুটি বইয়ের পরিশিষ্টে সংযুক্ত

করা হলো। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার হোগলবুনিয়া গ্রামনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক চিত্তরঞ্জন মল্লিক, সাংবাদিক ও লেখক, ১৯৮৫ সালে আকাশবাণী কলকাতা থেকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে রচিত-প্রচারিত *উইপোকা* নামক নাটক শোনেন। নাটকের পটভূমি ছিল খুলনা। স্বভাবতই চিত্তরঞ্জন মল্লিক আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন থেকে প্রকাশিত *ভারতবিচিত্রা* পত্রিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠিকানা পেয়ে যান তিনি। সেই ঠিকানায় চিঠি পাঠালে চিত্তরঞ্জনকে অবাক করে দিয়ে অচিরেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চিঠির জবাব লিখে পাঠালেন। পরিশিষ্টে সংযুক্ত হলো সেই চিঠিখানিও।

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন চিঠিগুলো আগলে রেখেছিলেন বলে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। অনেক বছর আগে লেখা কোনো কোনো চিঠি সময়ের আঁচড়ে জীর্ণ হয়ে গেছে, কালি ঝাপসা হয়ে গেছে—পাঠোদ্ধার দুরূহ এবং অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিঠির পাঠোদ্ধারেও তিনি সহায়তা করেছেন। চিঠিতে উল্লিখিত কোনো কোনো নামের পরিচয় তাঁর সহায়তা ছাড়া জানাও সম্ভব ছিল না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত একটি পারিবারিক আবহের মতো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে কথা চিঠি এবং অন্য উৎস থেকেও জানা যায়। ১৯৮৩ সালে সস্ত্রীক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যখন ঢাকায় যাওয়ার উপলক্ষ্যে খুলনায় বেড়াতে এলেন তখন বাংলাদেশ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রতিও নজরদারি করেছিল। কে এই দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক, কেন তিনি খুলনায় আসছেন—প্রভৃতি জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে চেয়েছিল পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর বিজ্ঞান-লেখক ও অনুবাদক অধ্যাপক ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও সংগত কারণেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাঁরও ভূমিকা রয়েছে চিঠিতে উল্লিখিত দু-একজন ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধারে। বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক হাবিব আর রহমান, অধ্যাপক সুরঞ্জন রায়, দাঙ্গা-দেশভাগ-মন্বন্তর বিষয়ক লেখক ও গবেষক পশ্চিমবঙ্গের

হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর শহরের বাসিন্দা মধুময় পাল, বাংলাদেশের এই সময়ের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক প্রশান্ত মৃধা প্রমুখ নানারকম পরামর্শ এবং তথ্য দিয়ে এই কাজটির অংশীদার হয়ে রইলেন। উল্লিখিত সবাইকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। পাণ্ডুলিপির মুদ্রাকর খুলনার দৌলতপুরের দেবাশীষ দে দেবু এবং কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী স্নেহাস্পদ সজল আহমেদকেও ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জ্ঞাপন করি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভক্ত, অনুরাগী, পাঠক এবং গবেষকদের কৌতূহল নিবারণে যদি এই চিঠিগুলো এবং বইটি সামান্যতমও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

শ্যামল দিবস, ২০২৫
ইংরেজি বিভাগ
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ
কৈয়াবাজার, খুলনা।

চিঠি নং-১

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৫০/১ প্রতাপাদিত্য রোড
কলকাতা-২৬
৮/১১/৭৬

স্নেহের দীপা,

তোমার আশ্চর্য সুন্দর চিঠিখানি পেলাম। খুলনা যেভাবে আমি দেখেছি—তা এখন রূপকথার বিষয়। বললে, লোকে ভাববে গল্প বলছি।

তোমার কাকা বালক বয়সে একদিন বর্ষার দুপুরে আমাকে বারান্দায় আশ্রয় দিয়েছিল। তখন ব্লেড দিয়ে বারান্দার চৌকিতে কেটে কেটে নিজের নাম লিখেছিলাম—তুষার। সে চৌকিখানা আমাদের এখনো আছে। খুলনা বিষয়ক লেখাটি বাংলাদেশ বিমানের কলকাতা স্টেশনে সুপারিনটেনডেন্ট সালাউদ্দিনের কাছে দিয়েছিলাম। কেন যে *বিচিত্রা* ছাপায়নি জানলাম না।

ভাস্বরকে চিঠি দিতে বলবে অবশ্য।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

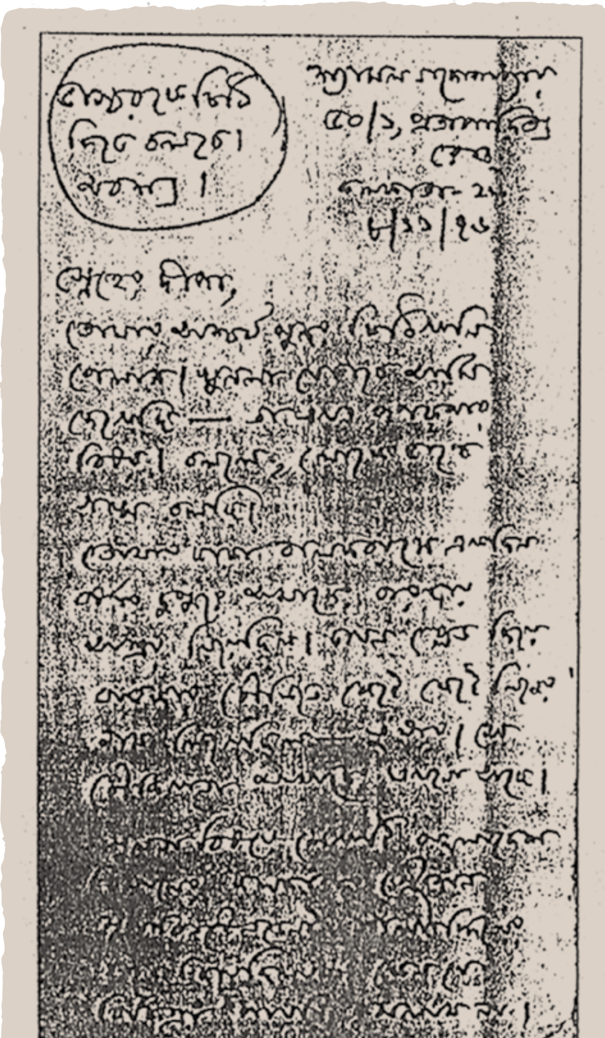
৫০/১,
৮/১১/৭৬
স্নেহের দীপা,

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ১৮

চিঠি নং-২

8.3.86
53A-Jubilee Park
Calcutta-33
46-0398

দীপা,

গান গাও, ঘুমোও, পেট ভরে ভাল খাও—ভাল বই পড়, ভাল লোকের সঙ্গে মেশামিশি কর, ভাল গান শোনো। এই হবে তোমার ওষুধ এবং পথ্য।

তোমার মধ্যে বহুগুণ আছে। বিকাশের জন্য জায়গাও চাই। কাছাকাছি থাকলে দেখা হলে ভাল লাগত।

আমার পায়ে আরেকটি Operation হয়েছে।

এখন দাঁড়িয়ে হাঁটি। ভালবাসা নিও।

শ্যামল

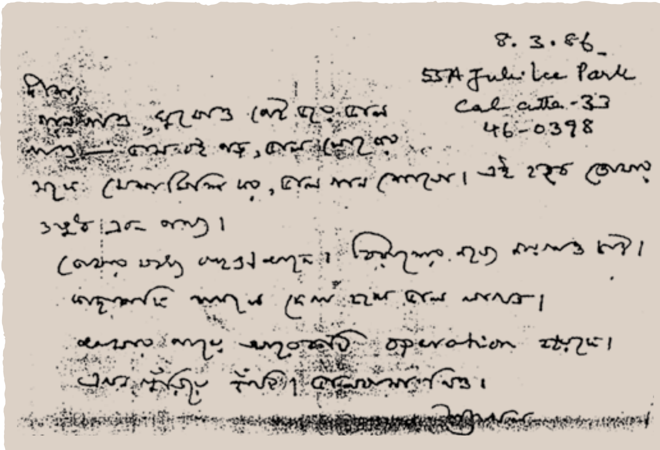
8. 3. 86

55A Jubilee Park
Calcutta-33
46-0398

operation